সময় নিয়ে খেলা

মনীষা সৌদামিনী

ইচ্ছে করে সময়ের কাটাটা ঘুড়িয়ে দিতে -
প্রতিদিনের যত শত উৎভ্রান্ত কাজের রাশি উড়িয়ে দিতে -
ইচ্ছে করে আর একবার ফিরে যেতে চতুর্দশী কিশোরিবেলার চপলতায়
দুটি আয়তলোচন তারা অল্প পাওয়ার আনন্দে নেচে উঠুক আরবার।

শাওন ভাদরের অঝোরধারা আবার সিক্ত করুক দীঘল কুন্তল রাশি,
প্রাণের মাঝারে ডেকে যাক নূতন করে অচিন পুরের বাঁশী।
হৃদয় আমার সুরভিত হোক দোলনচাঁপার স্নিগ্ধ মদিরায় -
মনোমন্দিরে 'দিয়া' হয়ে জ্বলুক চেতনা আমার সুদূরের তৃষায়॥

হৃদয় বীনায় বাজুক আবার সেই বংশিবাদকের বাঁশীর সুরের কথকতা,
গেয়েছিল যে 'এক পদ্মপলাশ আঁখির মেয়ে আর এক সূর্যদীপ্ত মনের ছেলের' কাব্য গাঁথা,
অলক পুরের রাইকন্যা আর যমুনা পাড়ের মোহন, হঠাৎ করেই পেয়েছিল
এক 'সময় যন্ত্র' পঞ্চশরের বরে, কিংবা বিধাতার কোন অলক্ষ্য চক্রান্তে!

তারপর থেকে সেই আলোকের রথ সীমানা ছাড়িয়ে স্বর্গমর্তের ক্ষণে ক্ষণে,
ভেসে যায় তারার দেশে, শান্ত নদীতটে, চন্দ্রালোকে ভরা অরন্যে,কভুবা রুদ্র সাগর তরঙ্গে।
শিল্পীর নিপুনতায় সময় গেঁথে নিল দু'টি হিয়া বিনিসূতোর মালায় -
হায়! জানেনি বুঝি তারা ফুরাবে সহসা বিধাতার 'অসময়ে সময় নিয়ে' এই নিঠুর খেলার!

তাইত আমার ইচ্ছে হয় পিছনে নয়, ছুটে চলি সমুখ পানে,
না থামা সময়ের আগে সময়কে আতিক্রম করে।
ওমনি এক সময় যখন সমস্ত অস্তিত্ব স্হির আমার এক অনন্তলোকে,
হাসি, কান্না, মান অভিমান আর বিপন্ন অস্তিত্বের সীমানার ওপাড়ে॥

বড় জানতে ইচ্ছে করে ওমনি এক সময়ের সকাল কিংবা সাঁঝে,
এক জোড়া উজ্জ্বল আঁখি নিঃপ্রভ হবে কি কোন অপরাহ্নের স্মৃতির ভাড়ে?
নিভৃত কোন তন্ত্রিতে গুমরে উঠবে কি ব্যথার রাগিনি মেঘমল্লার রাগে -
আমার মত তারও কি ইচ্ছে হবে সময়কে বন্দী করে সময়ের প্রভু হতে?

১১/০৮/২০০৫